প্রশ্ন:- ট্রাজেডির সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।(প্রশ্নমান-১০)।

উত্তর:- সাধারণভাবে ট্রাজেডি কথাটির অর্থ 'ছাগ-সঙ্গীত'(Tragoedeia)। গ্রিক দেবতার উৎসবে যে ছাগ বলি দেওয়া হতো,তা থেকেই ছাগ-সঙ্গীত বা ট্রাজেডি কথাটির সম্ভবত উৎপত্তি হয়েছিল।এ ব্যাপারে একটি অন্য মতও আছে;একদল উদ্দাম প্রকৃতির অনুচর গ্রিক দেবতা ডায়নিসাসের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরত।এদের না 'সাতুর'(Satyr),এরা অর্ধপশু, অর্ধনর।এদের গায়ে লম্বা চুল,নিম্নাঙ্গ ছাগের মতো।এরা ভীরু স্বভাব ও কামুক প্রকৃতির জীব।এদের গানকে বলা হতো সাতুরদের গান।এই 'সাতুরদের গান' বা 'ছাগের গান' থেকেই ট্রাজেডির উৎপত্তি।

আরিস্টটল তাঁর 'poetics' গ্রন্থের ষষ্ঠ পরিচ্ছদে ট্রাজেডির সংজ্ঞা দিয়েছেন।তাঁর মতে-"Tragedy,then,is an limitation of an action that is serious and complete in itself,having certain magnitude ,not in a narrative form but in action,with pleasureable accessoires,arousing pity and fear,and herewith it accomplishes to Cathersis."(ইংরেজি অনুবাদ)। যার বাংলায় ভাবানুবাদ করলে হবে এইরকম-আদি-মধ্য-অন্ত্য সমন্বিত যে গুরুগম্ভীর নাট্যাকাহিনিতে কোনো অসাধারণ গুণসম্পন্ন নায়কের নিয়তির প্রভাবে বা চরিত্রের অন্তর্নিহিত ত্রুটির জন্য পরাজয় ঘটে,যা দর্শকচিত্তে উদ্রেক করে করুন ও ভীতি এবং পরিশেষে ক্যাথারসিস বা ভাবমোক্ষণ ঘটায়, তাকেই ট্রাজেডি বলে।

<u>ট্রাজেডির বৈশিষ্ট্য:</u> ট্রাজেডির বৈশিষ্ট্যগুলি হলো নিম্নরূপ-

১)ট্রাজেডি হলো একটি গুরুগম্ভীর ও তাৎপর্যবাহী ঘটনার অনুকরণ।

২)ট্রাজেডির প্লট হবে ষড়ঙ্গ উপাদান সমন্বিত ও পরিমিত আয়তন বিশিষ্ট, যা আদি-মধ্য-অন্ত্য স্তরে বিন্যস্ত।

৩)ট্রাজেডির অনুকরণরীতি বর্ণনামূলক বা ভাষ্যমূলক নয়।ঘটনার গতি ও পরিণতি তথা চরিত্র ও ঘটনার কার্যকারণ সম্পর্কবদ্ধতায় নাটকোচিত প্রক্রিয়ায় তাকে উপস্থাপিত করতে হয়।অনুকরণরীতির এই পার্থক্যে মহাকাব্যের সঙ্গে ট্রাজেডির প্রভেদ।

৪)ছন্দবদ্ধ,অলংকার সমৃদ্ধ,ব্যঞ্জনাগর্ভ ও তাৎপর্যপূর্ণ ভাষায় রচিত হবে ট্রাজেডি।

৫)ট্রাজেডির নায়ক হবে সাধারণের অনেক উর্দ্ধের মানুষ।কিন্তু ভালো ও মন্দের মাঝামাঝি।

৬)ট্রাজেডির ঘটনার মধ্য দিয়ে করুন বা অনুকম্পা এবং ভয়-ভাব জাগ্রত হবে।এই অনুকম্পা বা করুন এবং ভয়ের মধ্য দিয়ে ট্রাজেডির পরিণামে ঘটবে ক্যাথারসিস বা ভাব-বিমোক্ষণ।

সর্বাংশে,ট্রাজেডি হলো - করুণ রসাত্মক ও বিয়োগান্ত নাটক।নিয়তির দুর্বিপাকে অথবা চরিত্রের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বে অধঃপতিত মানবাত্মার বেদনা মূর্ত হয়ে ওঠে এই শ্রেণির নাটকে।ট্রাজেডির পরিণতি যে সর্বদাই বিয়োগান্ত হবে এমন নির্দেশ আরিস্টটল দেননি।বরং মিলনাত্মক হতে পারে এমনই ইঙ্গিত দিয়েছিলেন।তবে আধুনিক সমালোচকবৃন্দ সাধারণভাবে বিয়োগান্তক পরিণতির পক্ষেই ভার যোজনা করেছেন।মিলনাত্মক বা বিয়োগান্তক যায় হোক না কেন ট্রাজেডির অন্তরপিন্ড হলো 'যন্ত্রনা' বা Suffering।আরিস্টটলের ভাষায় 'an action of destructive or painful nature',যা সড়ঙ্গ উপাদানের সাহায্যে ভাবমোক্ষনের মধ্য দিয়ে দর্শকমন অভিভূত হয় করুন রসের আনন্দে।